

## একটি মৃত্যু এবং আমেরিকান সভ্যতা!

-বিপ্লব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাক্তন শিক্ষক ডঃ কাফি বিল্লাহ আঠারোই এপ্রিল, মঙ্গলবার তার কর্মস্থল গেথারসবার্গের মেড ইমিউনে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় মারা গেছেন। ডঃ কাফি বিল্লাহ কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুহাজার দুই সালে কৃষি-অর্থনীতিতে পি.এইচ.ডি করেন এবং আটলান্টায় কিছুদিন চাকরী করার পর, মেড ইমিউনে যোগ দেন।

মঙ্গলবার সবে অফিস শুরু করেছেন এমন সময় হঠাৎ তার বুকে ব্যথা ওঠে। ডাটাবেস থেকে জানা গেছে সকাল নটা দুইয়ে তিনি প্রথম টেলিফোন কলটি করেন। এর পরেই কোন এক সময় তার বুকে ব্যথা ওঠে। চল্লিশ মিনিট বাদে তিনি আবার কল করলেন, এবারে নাইন ইলেভেনে। সেটাই শেষ কল। মন্টোগোমারি কাওন্টির পুলিশ তার কর্মস্থল ৩৫ ওটাস্কিন মিলস রোডে ছুটে যায়। কিন্তু সেখানে কোম্পানীর অনেক বিলডিং থাকায়, কোথায় ঘটনাটি ঘটেছে নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ফিরে আসে। যে বিলডিং টিতে পুলিশ হানা দিয়েছিল কাফি বিল্লাহ আছেন মনে করে, সেখানকার সিকিউরিটি থেকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে কেবল বলে হল - ‘এখানে কাফি বিল্লাহ বলে কেউ থাকেন না’। দশঘন্টা বাদে তার মৃতদেহ আবিষ্কার করা হয় কোম্পানিরই লাগোয়া ঠিক পাশের বিলডিং থেকে।

ব্যাপারটা একটু ভাবা যাক। মেড ইমিউনের মতন বড় কোম্পানীতে ওই লোকেশনে অন্তত কয়েক হাজার লোক কাজ করে বেশ কয়েকটা বিলডিং য়ে। যেকোন কোম্পানী সিকিউরিটির জন্য, কর্মচারীদের করা সমস্ত আউটকল একটা কমন রাওটারের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়। ফলে ৯১১ এর কলটা পুলিশ দেখবে সেই যায়গা থেকে এসেছে যেখানে কল রাওটারটা বসানো আছে। তাহলে কর্পরেট থেকে কেও ৯১১ কল করলে উপায় কি? পুলিশ জানাচ্ছে সমস্ত কোম্পানীকে তারা অনুরোধ করেন মাত্র দশহাজার ডলার দিয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল কল ট্রেসার বসাতে। যাতে ৯১১ এর সময়, তারা কলটা ট্রেস করতে পারেন নিখুত ভাবে।

মেড ইমিউনের মতন বিলিয়ান ডলারের কোম্পানী মাত্র দশহাজার ডলারের জন্য কলট্রেসার বসাবে না, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু সত্যিটা হল এই যে সিকিউরিটি এবং লেবার সেফটির দায়িত্ব থাকা অফিসারটি গাফিলতির কারণে এই সিস্টেম বসান নি। মানুষ মানুষ ই। গাফিলতি হতেই পারে। কিন্তু সেটা চাপা দেবার জন্য ( হাজার হলেও মরেছে একজন বাংলাদেশী, তিনি হলেন ই বা কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এচ ডি), যে খেলা শুরু হয়েছে, তাতে আমি মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি।

প্রথমেই এ বি সির খবরটা পড়ুনঃ

Gaithersburg (AP) - An immigrant from Bangladesh was found dead at his Gaithersburg office this week, hours after he called 911 saying he needed medical help.

The Washington Post reports Kaafee Billah phoned for help 40 minutes after he started work at a medical company in Gaithersburg on Tuesday - but almost 10 hours passed before somebody found him lying on the floor of his office.

Police said an apparent phone glitch sent medical personnel to the wrong address - and, finding nothing amiss, they believed the call was unfounded.

A preliminary report says there's no way to say whether the man would have survived if rescue personnel had reached him in a timely manner.

A police spokesman says emergency calls from corporate phone systems are sometimes traced to the wrong location because phone lines in multiple buildings are traced to a single address.

বা আমেরিকা, বা! জয়তু আমেরিকান মিডিয়া!

প্রথম লাইনটা লক্ষ্য করুন। ড; কাফি বিল্লার একটাই পরিচয়-তিনি বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট! যেমনটা নিউইয়র্ক, লসেঞ্জেলেসের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়! গোটা খবরে একবারও বললো না, ভদ্রলোক আমেরিকার কুলীন আই ভি লিগের কর্নেল থেকে অর্থনীতিতে পি এচ ডি করেছেন। কেন? যাতে ব্যাপারটা প্রথমেই একটু লাইট করা যায়। পাঠক একজন কর্নেলের পি এচ ডির মৃত্যু আর পথে ঘোরা ইলিগ্যাল ইমিগ্র্যান্টের মৃত্যুতো একদৃষ্টিতে দেখবে না। তাই তাকে প্রথমেই বানানো হলো বাংলাদেশী অভিবাসী, যাতে খবরটা পরে প্রথমেই মনে হয়, তিনি আর পাঁচজন অবৈধ অভিবাসীর একজন!

এবার কোম্পানীর গাফিলতি বাঁচাবার ভাষাটা শিখুন।

(১) ফোন গ্লিচের জন্য নাকি তাকে ঠিক ট্রেস করা যায় নি! গ্লিচ কারে কয়? ফোনগ্লিচ মানে ফোনে গন্ডগোল! না মশাই ফোন ঠিক ই ছিল। ৯১১ কলও ঠিক ই এসেছে। ফোন ১০০% ঠিক থাকলেও পুলিশ কাওকেই পেতো না-কারণ কলার ট্রেসার সিস্টেম ছিলো না। অর্থাৎ একটা কোম্পানীর গাফিলতি ঢাকা হচ্ছে ‘ফোন খারাপ’ বলে চালিয়ে।

(২) শুধুকি সেখানেই শেষ! আবার বলা হচ্ছে পুলিশ ঠিক ঠাক সময়ে পৌঁছালেও, তাকে নাকি বাঁচানো যেত না।

সত্যিটা হচ্ছে এই, যে ভদ্রলোক তার দায়িত্ব ঠিকই পালন করেছিলেন। বুকে ব্যথা ওঠায় কাউকে না পেয়ে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ৯১১ কল করেছিলেন। তার বুকে ব্যথার কথা জানিয়েওছিলেন। তার কর্পরেট অফিসের দুমাইলের মধ্যেই ছিল বিশাল হাঁসপাতাল। কল ট্রেসার থাকলে, মাত্র পনেরোমিনিটের মধ্যেই তাকে হাসপাতালে পাঠানো যেত। কারণ মন্টেগোমারি পুলিশ তার অফিসে এসেছিল মাত্র সাত মিনিটের মধ্যেই। অর্থাৎ তাকে ঠিক ঠাক সময়ে পাওয়া গেলে বাঁচার সম্ভবনা ছিল শতকরা একশো ভাগ। মিডিয়া সেটাকে বানালো শুণ্য! হায়, সুকুমার রায় বেঁচে থাকলে কি বলতেন মাইরি।

আমেরিকান মিডিয়া কি ভাবছে আমরা পাটিগণিতের  $2+2=4$  ও ভুলে গেছি? বোধ হয় না। এখানে সব পত্রিকাই চলে কর্পরেটের বিজ্ঞাপনের টাকায়- সেই সম্পর্কের পাটিগণিত আলাদা।

এবার ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্ট দেখি। ইনারা ডঃবিপ্লবীর পরিচয়টা ঠিক ই দিয়েছেন। প্রথমেই প্রশ্ন জাগবে দশঘন্টা বাদে কি ভাবে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় একটা জলজ্যন্ত কর্মচঞ্চল অফিসের মধ্যে? কেও তার ঘরে আসেনি সেই দিন? কেও ডাকে নি কোন মিটিংয়ে? বিশেষত তিনি সেলস ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, যেখানে কথা বলাটাই প্রধান কাজ। ওয়াশিংটন পোস্ট কোম্পানীর সাফাই হিসাবে জানাচ্ছেঃ

Baur said Billah worked in a private office.

"He wasn't in a cubicle in a public area," she said. "His job required travel and, because he was a new employee, he had not developed close friendships with other employees who might have casually visited."

তিনি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন মাসখানেকের ওপরে। যদি ধরেও নিই ওটাই ছিল উনার প্রথম দিন, তবুও যারা আমেরিকায় চাকরী করেছেন তারা কখনো এমন দিন দেখেছেন, যেদিন কোন সহকর্মী আপনার সাথে একবার দেখা পর্যন্ত করে নি?

অর্থাৎ বাস্তবটা হলো ব্যাপারটা অনেক কর্মচারী ই দেখেছেন। দায়ভার নিতে চান নি-হয়তো ছিল কোন অদৃশ্য নির্দেশ। তাকে মৃত অবস্থায় যারা দেখেছেন কিন্তু আইনগত জটিলতা এড়াতে কিছু করেন নি, তাদের ব্যাপারটা তবু মাফ করা যায়। কিন্তু যদি এমন হয় ডঃ বিপ্লবী জীবিত ছিলেন, মৃত্যুমুখে ছটফট করছিলেন, তবুও তার সহকর্মীরা দেখেও দেখেন নি,( যা বিশ্বাস করাও শক্ত), তাহলে আমার বলার

কিছু নেই। আইনের ভয়েই হোক বা যেকোন কারণেই হোক, একজন অচেনা বিদেশী জন্য তারা ঝুঁকি নিতে চান নি।

আমি সাধারণ আমেরিকানদের যতটা চিনি তাদের কখনো ই এতটা স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রিক বলে মনে হয় নি। বিশেষ কোন কারণ বা নির্দেশ ছাড়া এমনটা হওয়া অসম্ভব।

এক তরুন প্রতিভাবান অর্থনীতিবিদের প্রাণ ঝরে গেল অকালে। অবহেলায়। ক্রিমিন্যাল নেগলিজেন্স। কর্পোরেটের ব্যবহার থেকে মিডিয়া, সবার ভূমিকায় আমি সত্যিই অবাক-এই একেই কি বলে আমেরিকান সভ্যতা?

---

*মডারেটরের নোট : ডঃ কাফি বিল্লাহর স্ত্রী মুক্ত-মনা সদস্য স্নিগ্ধা আলী কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডির শেষ পর্যায়ে রয়েছেন। স্নিগ্ধা আলী আমাদের মুক্তমনার ওয়েব এডিটোরিয়াল বোর্ডেরও সম্মানিত সদস্য। তার সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, তার প্রয়াত স্বামী ডঃ বিল্লাহ'র ব্যাপারে তার কোম্পানি মেড ইমিউন থেকে কোন ধরনের সহায়তা বা সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় নি। ডঃ বিল্লাহর এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ২৪ ঘন্টা পরও দুঃ সংবাদটি জানাতে কোম্পানি থেকে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা হয়নি। শুধু তাই নয়, স্নিগ্ধা খবর পেয়ে কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করার পর কোম্পানির ভিপি'র তরফ থেকে একটি মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা হয় এই বলে যে, ডঃ বিল্লাহকে নাকি বিকেলের দিকেও দেখা গেছে, যেটি আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব, কারণ অনুসন্ধানে প্রমানিত হয়েছে যে ডঃ বিল্লাহ তার ডেস্কে অচেতন হয়ে পড়ে ছিলেন সকাল থেকেই (তার ৯ ১ ১ কলের পর পরই)। পরদিন ফিউনেরাল হোমেও কোম্পানির তরফ থেকে কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না। মুক্তমনা কাফি বিল্লাহ এবং স্নিগ্ধা আলীর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং ডঃ কাফি বিল্লাহর এই অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত দাবী করছে। ডঃ কাফি বিল্লাহর মৃত্যুর উপর প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য এবং ভিডিও রাখা আছে মুক্তমনার এই ঠিকানায় :*

[http://www.mukto-mona.com/Articles/snigdha\\_ali/kafi/index.htm](http://www.mukto-mona.com/Articles/snigdha_ali/kafi/index.htm)